আত্মবিষয়ক

পিনাকেশ সরকার

আলোর মোহনা দেখাতে পারিনি বলে
তোমার কাছে কি হব আজ অপরাধী
নিজেকে রেখেছি তিমিরপাখির কোলে
অনিচ্ছাকৃত, দৃশ্য ভরেছে আঁধি

দেয়ালির রাতে শেষ প্রদীপের শিখা
নিভিও না তুমি ঊর্মিলা অভিমানে
এই পরিচয় ব্যাখ্যা-ভাষ্য-টীকা
এসবের কথা নিয়তি একলা জানে

করতলে জানে অধোমুখী শিরোরেখা
নিজেকে নিয়েই এত বেশি সন্দেহ
বজ্রপাতে কি থেমে যাবে সব কেকা
বিশ্বভুবন বলবে 'বাহ্য এহ'

মুক্তি আমার রয়েছে তোমার-ই হাতে
তুমি কি দেবে না অমল উৎসবায়ু
এই প্রচণ্ড জীবনের সংঘাতে
কে জ্বালাবে আর অবিনশ্বর আয়ু?

পাখি বলে যায় ভীরু কাপুরুষ আমি
নদী বলে আমি দুঃখবিলাসী সাঁকো
'তুমি পরাধীন' বলে কোন্ ভূস্বামী
'তরল তুলিতে জীবনের ছবি আঁকো'

অথচ আমার জানার রয়েছে বাকি
তুমি কি বলবে আমার বিষয়ে শেষে
বিসর্জনের বাজনা বাজায় ঢাকি
কবন্ধ নাচে এ অন্ধ মহাদেশে

প্রবাসে ফেরার পূর্বলগ্নে আজ
বলে যাও কিছু, স্পষ্ট উচ্চারণে
আমার বিষয়ে, আড়ালে তীরন্দাজ
ধনুক উঁচিয়ে কার সঙ্কেত গোণে

শব্দ

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দ জুড়ি শব্দ খুঁড়ি শব্দ নিয়ে ভাবি
শব্দ রে তুই আমার সঙ্গে কতটা দূর যাবি?
একলা যখন কান্না কখন গলায় চেপে ধরে
শব্দ তখন কোথায় থাকিস? আমায় মনে পড়ে?
শব্দ নিয়ে ঘুরে বেড়াই শব্দ নিয়ে শুই
ঘুমের মধ্যে নানান ছবি, শব্দ আঁকিস তুই।
জেগে উঠে একলা আমি একাই হাঁটি পথে
ভাব এবং আড়ি আমার শব্দ তোমার সাথে।
ভিড়ের মাঝে আমরা দুজন শব্দ - সুজন সই
ছেলেবেলায় কুমিরখেলায় পালিয়ে যে যাও কই!
ডাল দিয়েছি ভাত দিয়েছি ভাতের পাতে বড়ি
আমায় ফেলে যাসনে রে তুই চাই না কানাকড়ি
আসন পিঁড়ি শীতলপাটি আম কাঁঠালে মুড়ি
তোর জন্যে আমি কন্যে নিজের হৃদয় খুঁড়ি।